23

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 05 NOV 1994 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

ভর্তি সমস্যা

রাজধানীর একটি শীর্ষস্থানীয় স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য এক দিনেই ভর্তি ফরম বিক্রি হয়েছে সাড়ে তিনি হাজার। জানুয়ারীতে শুরু হবে সেশন। তার আগে শেষ করতে হবে ভর্তির যাবতীয় প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ারই সূচনা হয়েছে ফরম বিক্রির মধ্য দিয়ে। এবার একটু আগে-ভাগেই ঐ স্কুলে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ একই দিনে ফরম বিক্রি ও জমা দেয়ার দিন ধার্য করায় প্রচন্ড ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবর থেকে জানা গেছে, সকালের শিফটের জন্য ৩ নভেম্বর থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত ফরম দেয়া ও জমা দেয়া হবে। বিকালের শিফটের জন্য ফরম দেয়া ও জমা নেয়া হবে ৯ থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত। খবর অনুযায়ী এবার ঐ স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে দুই শিফট মিলিয়ে সাড়ে চারশ' ছাত্রী ভর্তি করা হবে।

রাজধানী 'ভাল' বলে চিহ্নিত স্কুলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা কতটা কঠিন প্রতিযোগিতামূলক এবং টেনশনের ব্যাপার, ৩ নভেম্বর কথিত স্কুলটিতে ভর্তি ফরম যোগাড় করতে যাওয়া অভিভাবকদের বিপুল সমাবেশ এবং তাদের অবর্ণনীয় বেহাল অবস্থা দেখে তা সহজেই অনুমান করা যায়। বলা বাহুল্য, এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টির ঘটনা এই প্রথম নয়। প্রতি বছরই একই রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। বছরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকেই ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের বাবা-মা বা অভিভাবকদের ভর্তির জন্য দৌড়-ঝাঁপ শুরু হয়ে যায়। স্কুলের খোঁজ-খবর নেয়া, ভর্তি পরীক্ষার সিলেবাস যোগাড় করা, কোচিং সেন্টারের শরণাপন্ন হওয়া, সামর্থ অনুযায়ী ভর্তির জন্য তয়-তদবির করা, ভর্তি ফরম নেয়া ও জমা দেয়া ইত্যাদির কর্মসূচী সম্পাদন করতে তাদের একটা বড় সময় বেরিয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে অপরিসীম শ্রম ও টেনশন কবুল করতে হয়। এর পর ভর্তি পরীক্ষা। পরীক্ষার ফল অনুকূল হলে ভর্তির শেষ কাজটুকু শেষ করে মুক্তি। এর উল্টোটি হলে সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টাই বিফল। এই বিফলতার কোনো তুলনা নেই। শুধু প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রেই নয়, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়েই ভর্তি নিয়ে এক অকল্পনীয় দুর্ভোগের শিকার হতে হয় ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের। ভালো রেজাল্টের সুনাম যেসব স্কুল, হাই স্কুল ও কলেজের আছে, সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ভর্তির ক্ষেত্রে সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। প্রথমেই একথা স্বীকার করা ভালো যে, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সীটের সংখ্যা কম। ফলে, সমস্যা দেখা দেয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে বছরের পর বছর ধরে এই সমস্যা বহাল থাকবে, এটা মেনে নেয়া যায় না। আমরা লক্ষ্য করেছি, ফি বছরই ভর্তি সমস্যা বাড়ছে, অথচ তার সুরাহা করার বাস্তব পদক্ষেপ যথাযথভাবে গৃহীত হচ্ছে না। ওয়াকিবহাল মহলের সম্ভবতঃ এটা জানতে বাকী নেই যে, এই রাজধানী নগরীতে এমন অনেক স্কুল, হাই স্কুল ও কলেজ আছে, যেসব স্কুল, হাই স্কুল ও কলেজে সীট থাকা সত্ত্বেও ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হতে চায় না। শিক্ষাদানের মান, রেজাল্ট এবং পরিবেশের দিক বিবেচনা করেই ঐ সব প্রতিষ্ঠানে পারতপক্ষে কেউ ভর্তি হয় না। ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষাদানের মান বৃদ্ধি করা হলে কিংবা তাদের রেজাল্ট ভালো হলে এবং পরিবেশ উন্নত হলে সঙ্গত কারণেই বিশেষ বিশেষ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য এত ভিড় ও চাপ সৃষ্টি হতো না। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশেষভাবে রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দ্বিতীয় শিফট খোলার ব্যাপারটি বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকর করা হলে, ভর্তি সমস্যা এতটা চরম পর্যায়ে উঠতো না। সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বলতে চাইঃ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের মান ও পরিবেশ উন্নত করার ব্যবস্থা করা হোক। পাশাপাশি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় শিফট খোলা হোক। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যেই কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় শিফট খোলা হয়েছে, যার ইতিবাচক ফলও পাওয়া যাচ্ছে। এর পরও যদি দেখা যায়, সমস্যার ইতি হয়নি, তবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হোক। প্রসঙ্গতঃ আরও বলা দরকার যে, দেশের সর্বত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার মান ও পরিবেশ উন্নত করা হলে এবং উচ্চ শিক্ষা বহুকেন্দ্রিক করার প্রচেষ্টা দ্রুততর করা হলে রাজধানীতে ও বড় শহরগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর ভিড় ও চাপ আপনা-আপনিই কমে যাবে। ভর্তি সমস্যা নিরসনে এ ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ খুবই ইতিবাচক ফল দেবে বলে আমরা মনে করি।